দৈনিক বাংলা

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

027

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

উচ্চ মেধার ধনী-গরীব শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ স্কুলের প্রস্তাব

।।হাসান হাফিজ।।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ। এদের মধ্যে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর হার শতকরা এক ভাগ। দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজ একটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও কোন কোন ল্যাবরেটরী স্কুলকে উচ্চমেধা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ ধরনের মেধা স্কুলে রূপান্তরের জন্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ এসব স্কুলের প্রশাসনিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে। শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে। দারিদ্রের কারণে কোন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না। অর্থাৎ 'স্বল্পবিত্ত কিংবা বিত্তহীন পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে রাষ্ট্র। এসব স্কুলের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি হবে উচ্চশিক্ষার উপযোগী।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কমিশনের ...

(১ম পৃঃ পর)

আমাদের দেশে প্রতি ... কারী-বেসরকারী ... স্থাপিত হচ্ছে ... স্কুলের কিছুস ... শহরগুলিতে ... স্কুলে ক্র ... র্থীদের ... পারে ... অন্যান্য ... মেধা স্কুলগু ... প্রতি স্কুলে গড়ে ... ধরে সারা দেশে মেধা স্কু... কার হবে ২৮টি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে ৯ হাজার ৭৪৪টি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল এবং ২২৩টি সরকারী মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ নিম্নমেধাসম্পন্ন বা মাঝারি ... শিক্ষার্থী ... নের স্কুল ও ... যেমন, ইংল্যান্ডের ... চীনে 'কী স্কুল', ভারতে ... দয় বিদ্যালয়'। আমাদের দেশে জেলা স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, ল্যাবরেটরী স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার প্রয়াস রয়েছে। দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে সাধারণ বৃত্তি ছাড়া তাদের লেখাপড়ার পুরো খরচ বহন করার কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই।

— রিপোর্টে বলা হয়ঃ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে কোন উন্নত বা অগ্রসর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নেই কিংবা সে ধরনের কোন প্রান্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও নেই। এদেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে। এবং একই প্রান্তিক পরীক্ষা যেমন এসএসসি, এইচএসসি-তে অংশ নেয়। সাধারণত পরীক্ষার বিভাগ দেখে শিক্ষার্থীদের মেধার বিচার করা হয়ে থাকে। এসএসসি ও এইচএসসি পাসের গড় হার ৫০ শতাংশ।

প্রচলিত ব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার উপযোগী উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করতে পারে না। অন্যদিকে মন্থর বা নিম্নমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং সমাজের অনভিপ্রেত বোঝা হিসাবে তাদের মেধা ও শক্তির অপচয় ঘটায়। অথচ মাঝারি ও নিম্নমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের মেধার উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এদের সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের মূল্যায়ন ও সুপারিশ হলঃ বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি স্তরের পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে সমাজে অদক্ষ ও অপ্রয়োজনীয় জনশক্তিরূপে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তারা সমাজের অর্থনীতিতে অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করছে। এদের জন্যে যথাযথ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজের উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে জরুরী ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করতে হবে।